মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

নারী!

তোমাকে যা বলা হয়নি

নারী!

তোমাকে যা বলা হয়নি

ইলিয়াস রিফায়ী
পরিচালক
www.islamforworlds.com

পড়প্রকাশ

নারী!
তোমাকে যা বলা হয়নি
ইলিয়াস রিফায়ী

© লেখক

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

পড়প্রকাশ
পড়প্রকাশ
poroprokash@gmail.com || www. fb.com/poroprokash
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
☏ +৮৮ ০১৫১১ ৮০৮৯০০

প্রকাশকাল : সফর ১৪৪১।। কার্তিক ১৪২৬।। অক্টোবর ২০১৯

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, যোগাযোগ.নেট

পরিবেশক : বাংলার প্রকাশন

মূল্য : ৩৫৭ (তিনশত সাতান্ন) টাকা মাত্র

এই বইয়ের কোনো অংশ স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না; আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং ইত্যাদি এই আইনানুগ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

আমাদের কথা

একটি বই গঠনে, সৌষ্ঠবে, রচনায়, বানানে, মুদ্রণে, কাগজে, বাঁধাইয়ে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে প্রকাশ করাটা এমনই এক দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া যেখানটায় লেখকের মেধা ও সৃজনশীলতা, সম্পাদকের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা, কম্পোজিটরের পরিশ্রম, বানানসংশোধনকারীর ভাষা ও ব্যাকরণজ্ঞান, প্রচ্ছদশিল্পী, গ্রন্থচিত্রকর ও নকশাকরের কুশলতা ও নান্দনিকতা, কাগজবিক্রেতার সহযোগিতা, মুদ্রাকরের সচেতনতা ও পারদর্শিতা, বাঁধাইকরের পারঙ্গামা এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকলের চেষ্টা ও উদ্যম একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই প্রকাশনা একটি ঝুঁকির ব্যাপার– কোন্ বই পাঠক গ্রহণ করতে পারেন আর কতোখানি করবেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। আর বই ও প্রকাশনার জগতে কোনো কিছুই রাতারাতি হবে, এমন আশা করা উচিত নয়। বইয়ের মান বাড়াতে হয় প্রকরণ ও প্রসঙ্গো, বইয়ের প্রচার বাড়াতে হয় জনসাধারণে। তবে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে প্রধান সমস্যা পাঠক স্বল্পতা।

বাংলাদেশে গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপ্তি বেড়েছে বিপুলভাবে এবং নিরত তা প্রসারমান। লেখালেখির বৃত্তে ক্রিয়াশীল জ্ঞানী-গুণী ও সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। কোনো নবীন বা প্রবীণ লেখকের যদি কোনো সৃজনশীল কাজ থাকে এবং আমাদের আদর্শের সঙ্গো তা যদি সঙ্গাতিপূর্ণ হয়, আমাদের তিনি পাশে পাবেন। প্রকাশক-লেখক সম্পর্ক যতো আন্তরিক হবে, প্রকাশনা শিল্প ততোই উন্নত হবে।

পড় একটি স্বপ্ন–এ স্বপ্ন পূরণে আমরা সম্মানিত লেখক, পাঠক ও প্রকাশনকর্মীদের আমাদের সঙ্গো পাব এই আশা রইল পড়পরিবারের পক্ষ থেকে। আমরা হলাম পিয়ন– জাতির অনবদ্য, সৃষ্টিশীল, শক্তিশালী ও অভূতপূর্ব কাজগুলো পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সে জন্য আল্লাহ ﷻ-র তাওফিক কামনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার কালামের বদৌলতে পড়প্রকাশের অভিযাত্রাকে মোবারকময় কর, আমিন।

নারী সবযুগে সবখানে আলোচনার মুখ্য বিষয়। আধুনিক যুগের নানা মতের মুণি-ঋষিরাও ব্যতিব্যস্ত নারীকে নিয়ে। তারা গায় নারী সমতা ও স্বাধীনতার গান; তোলে উন্নতি ও অগ্রগতির স্লোগান। বলে, আমরা নারীর উদ্ধারকর্তা; শান্তির দূত।

কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে সূর্যকে, কী দেখে যাও তুমি তোমার উদয়-অস্তে? বলবে, আমি অসহ্য যন্ত্রণায় দেখি, নারীর হয়রানি ও নারী নির্যাতনের করুণ দৃশ্য। বলবে, আমি নীরব চোখে দেখি, নারীকে শ্রদ্ধার হিংহাসন থেকে নামিয়ে বানানো হচ্ছে পণ্য। 'নারীখাদকের' ভয়াল থাবায় নারী আজ বিপন্ন।

আধুনিক মতবাদের বিষক্রিয়ায় নারীর এই মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে আমরা ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম নারী সমাজের কাছে নারী বিষয়ক ইসলামি বিধানাবলির যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা তুলে ধরার এবং আধুনিক মতবাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা জানতে পারি, উদীয়মান গবেষক ইলিয়াস রিফায়ীর এ বিষয়ে একটি বই রয়েছে। তাঁর বইটি দেখে মনে হল, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বইটি খুঁজে পেয়েছি। আমরা বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুস্থ দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

বইয়ের লেখক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুক এবং কাজটিকে সকলের নাজাতের অসিলারূপে গ্রহণ করুক। আমিন।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবির উপর।

বাতিলপন্থিরা মানুষের সত্য চেনার পথে বাধা তৈরি করে—আপাতমধুর যুক্তিতর্কের বাধা। ছাত্রজমানায় বিভিন্ন নাস্তিকের নারীবিষয়ক বইপুস্তক আমার হস্তগত হয়। আমি সেসব বই পড়তাম। নারীবিষয়ক ইসলামি বিধান নিয়ে তাদের হাসাহাসি ও গালিগালাজ দেখে আমি মর্মাহত হতাম। তাদের সেসব বই পড়ে কোনো কোনো মুসলমান নরনারীর ইমান নষ্ট হচ্ছে শুনে আমি বিষণ্ণবোধ করতাম।

আমি জানতাম, ইসলাম যা বলছে তা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সেসব প্রমাণে আমি ছিলাম অক্ষম। ওদের যুক্তিগুলোর অসারতা আমি অনুভব করতে পারতাম; কিন্তু ওদের বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতিগুলোর সামনে আমি ছিলাম নীরব। তাই আমি নারীবিষয়ক ইসলামি বিধানাবলি নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করি। বইপুস্তকের জগতে বিচরণ ও গভীর চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত হই।

দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পর মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো যে, নারীবিষয়ক ইসলামি কোনো বিধানই যুক্তি, বিজ্ঞান ও বাস্তবতাবিরোধী নয়। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদ, নারীবাদ, পাশ্চাত্যমতবাদ ইত্যাদি মতবাদের ইসলামবিরোধী কোনো সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং তারা নারীকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। নারীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

নাস্তিক ও অমুসলিমরা আমাদের বলে, ইসলামি বিধানাবলি সেকেলে ও পশ্চাদপদ, পক্ষান্তরে নারীবাদ, নারীসমতা ইত্যাদি মতবাদ আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেখানে এসব মতবাদের গোড়াপত্তন হয়, সেই ইউরোপ-আমেরিকার

গবেষকরাই এসব মতবাদকে বলছে 'সেকেলে', 'অবৈজ্ঞানিক', 'বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা' ও 'বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্য'! তারা বলছে, নারীবাদ সেকেলে, নারীবাদ বিধ্বসংসী! তারা বলছে, নারীপুরুষ সমতা-চিন্তা অজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা! এবং...। আমি এসব পড়তাম আর সবিস্ময়ে ভাবতাম, বাস্তবতা হলো কী আর সত্যবঞ্চিতরা বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে কী? শুধু তা-ই নয়, বহুত অমুসলিম গবেষক নারীবিষয়ক ইসলামি বিধানাবলির যথার্থতা স্বীকার করেছে অকুণ্ঠ চিত্তে! তারা এও বলছে, আজ মুসলিম নারী দুর্দশায় পড়েছে ইসলাম ছেড়ে দেওয়ার কারণেই! অথচ এই হতভাগারা আমাদের বলছে মুসলিম নারীর দুর্দশার কারণ ইসলাম! এরা বলে, ইসলাম নারীর জেলখানা! অথচ পশ্চিমা দুনিয়ার দুরন্ত ডানপিটে মুক্ত স্বাধীন নারীরাই নারীবিষয়ক ইসলামি বিধানাবলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুধা পানে ধন্য হচ্ছে!

এ চেপে রাখা ও না-বলা সত্যগুলোই আমি তুলে ধরেছি সত্যানুসন্ধানীদের সামনে এ বইয়ে এ আশায় যে, তারাও নিশ্চিত হবেন, ইসলামই নারীর স্বপ্নপুরী আর অনৈসলামিক মতবাদ নারীর মৃত্যুপুরী।

বইয়ের প্রতিটি তথ্যের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের সঠিকতা নিশ্চিতকরণে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

একবার আমি একজনের লেখায় সুন্দর একটি বক্তব্য পাই। আমি খোঁজ করলাম, তিনি কোত্থেকে নিয়েছেন তথ্যটি। দেখলাম, তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত মুস্তফা সিবায়ির 'আল-মারআতু বায়নাল ফিকহি ওয়াল কানুন' বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি মুস্তফা সিবায়ির বইটি দেখলাম। খোঁজ করলাম, বক্তব্যটি তিনি কোত্থেকে নিলেন । দেখলাম, তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিশরের রশিদ রেজার 'আল-মানার' পত্রিকার। আমি 'আল-মানার' পত্রিকায় বক্তব্যটি খুঁজে বের করলাম। কিন্তু তাতে কোনো রেফারেন্স না পেয়ে আমি বক্তব্যটি পরিহার করেছি। এ ধরনের অনেক 'লোভনীয়' বক্তব্য আমি পরিহার করেছি সেসবের 'মূল সূত্র' না পেয়ে।

নারীদের চাকরি করা ঠিক নয়, এ বিষয়ে মিখাইল গর্ভাচেভের বক্তব্যটি আমি কয়েকজনের লেখায় দেখতে পাই; কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে

চাইছিলাম যে, তিনি কোন প্রসঙ্গে বলেছেন এবং তার হুবহু বক্তব্যটি কী? আমি বহুদিন ধরে তার বইটি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না। তার বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। আল্লাহর মেহেরবানি, আমি প্রায় দু'বছর পর তার বইটি পেয়ে যাই এবং সরাসরি তার বক্তব্যটি জানতে সক্ষম হই।

নারীপুরুষ সমান নয়, এক্ষেত্রে ড. কিরিলের বক্তব্যটি অসাধারণ। তার বক্তব্যটি আমি পাই বিখ্যাত এক ব্যক্তির লেখায়। আমি তার হুবহু বক্তব্যটি দেখতে বেকারার ছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ, ড. কিরিলের বইটি দেখার সৌভাগ্য হয়। তার বই থেকে আমি তার হুবহু বক্তব্যটি তুলে দিয়েছি। এভাবে তথ্য-যাচাইয়ে আমি চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। পারতপক্ষে আমি 'দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রে' নির্ভর করিনি।

এটি এ বিষয়ে আমার প্রথম বই। ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তী খণ্ড অচিরেই আলোর মুখ দেখতে পাবে বলে আশা করি।

বই প্রকাশের এ আনন্দঘন মুহূর্তে মনে পড়ছে আমার আব্বু-আম্মুকে। মনে পড়ছে মারকাযুদ দাওয়াহর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব হুজুর, ঢালকানগরের মাওলানা শাব্বির আহমদ সাহেব হুজুর এবং আমার জীবনসঙ্গিনীর জনক মাওলানা মুযযাম্মেল হক সাহেবকে এবং ...।

বইটির ভাষামান বৃদ্ধিতে আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পড়প্রকাশের হাবিবুল্লাহ ভাই বইটি প্রকাশে যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে জাযা'খায়র দান করুন এবং সবাইকে ইমান-আমলের উপর ইসতিকামাত নসিব করুন।

ইলিয়াস রিফায়ী
১৬/১০/২০১৯

সূচিরুচি

নারী ও ধর্মের পোশাকে মনুষ্য-মতবাদ

নারীর দুশমন : ইহুদিবাদ

নারী বেচাকেনা বৈধ১৮
কন্যাসন্তান জন্ম দিলে মা পুত্র সন্তানাপেক্ষা দ্বিগুণ অপবিত্র থাকে ১৯
মেয়ে-ছেলে থাকলে—মিরাসের সম্পত্তি পাবে না ১৯
মৃত্যুর চেয়েও তেতো হল স্ত্রীলোক ২০
একজন স্ত্রীলোকও খাঁটি নেই ২০
প্রসববেদনা নারীর অভিশাপ ২০

নারীর দুশমন: খ্রিষ্টবাদ

পুরুষকে কোনোরূপ উপদেশ দেওয়ার অধিকার নারীর নেই ২২
স্বামীর অধীনতার চিহ্ন হিসাবে স্ত্রীকে মাথা ঢেকে রাখতে হবে ২২
খ্রিস্টীয় গির্জা ও নারী ২৩

নারীর দুশমন : হিন্দুমতবাদ

নারীর স্বভাব ২৪
নারীর কামভাব ২৫
বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ২৫
বিধবাবিবাহ পশুধর্ম ২৬
বিধবা নারী পরপুরুষের নাম উচ্চারণও করবে না ২৬
পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব ২৬
নারী আমৃত্যু পরাধীন ২৭
নারী কোনো সময়েই স্বাধীন নয় ২৭
স্ত্রীলোকের হৃদয় আর নেকড়েবাঘ বা শৃগালের হৃদয় একই ২৮

ধর্ম কি নারীর শত্রু ?

নারী ও প্রাচীন সভ্যতা

চিনা সভ্যতায় নারী ৩৪
রোমান সভ্যতায় নারী ৩৫
গ্রিক সভ্যতায় নারী ৩৫
অন্যান্য সভ্যতায় নারী ৩৬

নারী ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

পয়েন্ট নং—০১:
পাশ্চাত্য সভ্যতা: নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও যৌন-হয়রানি ৩৭
পয়েন্ট নং—০২ :
পাশ্চাত্য সভ্যতা : যৌন-হয়রানির ফলে নারীর আত্মহত্যা ৪০
পয়েন্ট নং—০৩ :
পাশ্চাত্য সভ্যতা: সম্পর্ক ও বিশ্বাসঘাতকতা ৪১
পয়েন্ট নং—০৪ :
পাশ্চাত্য সভ্যতা : দায়িত্বহীনতা ও অনিশ্চয়তার সম্পর্ক ৪২
পয়েন্ট নং—০৫:
পাশ্চাত্য ও আধুনিক সভ্যতার নির্মম খেলা : কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যা ৪৩
পয়েন্ট নং—০৬:
পাশ্চাত্য সভ্যতা : পশ্চিমা দুনিয়ার ভুক্তভোগী নারীরা কী বলে? ৪৬
বিবাহ না করাটা ভুল ছিল! ৪৬
নির্জনে বেগানা নারীপুরুষ মিলিত হওয়া শুভ নয়! ৪৭
ভাল স্ত্রী হও! ৪৭
আহা, আমি যদি ঘরেই থাকতাম! ৪৭
আগেকার মায়েদের কথা না শোনা ভুল ছিল! ৪৮

নারী ও নাস্তিক্যবাদ

নাস্তিক চার্লস ডারউইন ৪৯
নাস্তিক নৃবিজ্ঞানী McGregor Allan ৫২

নাস্তিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী Carl Vogt ৫৩
বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী নাস্তিক Gustave Le Bon ৫৩
নাস্তিক বিজ্ঞানী Friedrich Nietzsche ৫৪

নারী ও নারীবাদ

নারীবাদের সংজ্ঞা ৫৫
নারীবাদের সূচনা ৫৬
নারীবাদের অসারতা ৫৬
নারীবাদ বা নারী আন্দোলন কেনো দেখা দিল? ৬১
মুসলিম নারীদের নারীবাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি? ৬৩

নারী ও পুঁজিবাদ

নারীর কর্মস্থল ঘর না বার : ইসলাম কী বলে? ৬৫
নারীর কর্মস্থল ঘর না বার : বিজ্ঞান কী বলে? ৬৯
১. নৃবিজ্ঞানী জর্জ মুরডোক ৬৯
২. বৃত্তিবাদী চিন্তাবিদ টেলকোট পারসন্স ৬৯
৩. জন বৌলবি ৭০
নারীর কর্মস্থল ঘর না বার : বাস্তবতা কী বলে? ৭১

নারী ও সহশিক্ষা-ব্যবস্থা

ইসলাম ও সহশিক্ষা ৭৮
সহশিক্ষা ও বিজ্ঞান ৭৯
সহশিক্ষা ও যৌন-হয়রানি ৮৪
সহশিক্ষা ক্যাম্পাসে যৌন-হয়রানি ৮৫

নারীর দুশমন : জাতিসংঘ

নারী পুরুষ সমান মতবাদের ইতিহাস ৮৬
নারী পুরুষ সমান : ইসলাম কী বলে? ৮৭
সৃষ্টি হিসেবে নারীপুরুষ সমান ৮৭
ইসলামি বিধিবিধান পালনে নারী পুরুষ সমান ৮৮

পুণ্যের প্রতিফল পাবার ক্ষেত্রে নারীপুরুষ সমান ৮৮
নারীপুরুষ কারো কর্মফল আল্লাহ বিনষ্ট করেন না ৮৯
ইসলামে নারী পুরুষ সমান : অমুসলিম গবেষকরা কী বলে ৯১
মুনা মেকলস্কি ৯১
লেডি ই. কবল্ড ৯১
নারী পুরুষ সমান : ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব যেক্ষেত্রে ৯২
নারীপুরুষ সমান : বিজ্ঞান কী বলে ৯৪

নারী যৌন-হয়রানি: কারণ ও প্রতিকার

যৌন-হয়রানি বন্ধের প্রচলিত পদক্ষেপ ও তার অসারতা ১০৪
যৌন-হয়রানির কদর্যতার ব্যাপারে মানুষজনকে সচেতন করা ১০৪
শিক্ষাঙ্গান ও নারী যৌন-হয়রানি ১০৫
প্রশাসন ও নারী : যৌন-হয়রানি ১০৬
জাতিসংঘ ও নারী যৌন-হয়রানি ১০৭
নারী ক্ষমতায়ন ও সমতাবিধান নিশ্চিত করা ১০৯
মিটিং-মিছিল ও শ্লোগানে যৌন-হয়রানি বন্ধের আওয়াজ তোলা ১১১
যৌন-হয়রানি বন্ধে 'মি টু' ক্যাম্পেইন ১১২
যৌন-হয়রানি বন্ধের বাস্তব প্রতিকার ১১২
বেগানা নারীর সাথে একান্তে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার হাদিস ১১৩
বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদিস ১১৪
আয়েশা ﵂ এর আমল ১১৫
উমর ﵁ এর আমল ১১৫
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ এর আমল ১১৬

নারীর দুশমন : নারীখাদকের দল

সুন্দরীপ্রতিযোগিতা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২২
প্রাথমিক সুন্দরীপ্রতিযোগিতা ১২২

জাতীয় সুন্দরীপ্রতিযোগিতা ১২২
আন্তর্জাতিক সুন্দরীপ্রতিযোগিতা ১২৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১২৩
প্রসিদ্ধ কয়েকটি সুন্দরীপ্রতিযোগিতা ১২৪
সুন্দরীপ্রতিযোগিতা : কারা এর আয়োজক? ১২৫
সুন্দরীপ্রতিযোগিতা : নারীর অবমূল্যায়ন ১২৬
সৌন্দর্যপ্রতিযোগিতা ও ইসলাম ১২৭
সুন্দরীপ্রতিযোগিতা : মুসলিম নারীদের করণীয় ১২৮
সুন্দরীপ্রতিযোগিতা : মুসলিমসমাজের করণীয় ১৩০

নারী ও বয়ফ্রেন্ড

নারীর দুশমন বয়ফ্রেন্ড : বাস্তবতার নিরীখে ১৩৫
ইসলামে নারীর মর্যাদা ১৩৭
কন্যা হিসাবে নারীর মর্যাদা ১৩৭
স্ত্রী হিসাবে নারীর মর্যাদা ১৩৯
স্ত্রীর জন্য ব্যয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যয় ১৩৯
স্ত্রী আল্লাহর নিদর্শন এবং আত্মার প্রশান্তি ১৩৯
স্বামী যেন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে ১৪০
যে স্ত্রীর কাছে ভালো সেই আসল ভালো ১৪০
মা হিসাবে নারীর মর্যাদা ১৪১
ইসলামে মায়ের মর্যাদা বাবার তুলনায় অনেক বেশি ১৪২
মায়ের সেবার চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই ১৪২
নফল আমলে থাকলে তা ছেড়ে দিয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় ১৪৩
মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত ১৪৫
বোন হিসাবে নারীর মর্যাদা ১৪৫
বিধবা নারীর মর্যাদা ১৪৬

ইসলামে নারীর মর্যাদা : অমুসলিম গবেষকরা কী বলে

গোস্তাভ লেবোন ১৪৭
উইলিয়াম এম. মিলর (William M. Miller) ১৪৯
ইমেল ডেরমেনঘেম ১৫০
ইসলামে নারীর অধিকার ১৫১
ইসলামে স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ১৫১
আর্থিক অধিকার ১৫১
অন্যান্য অধিকার ১৫৪
ইসলামে নারীর আর্থিক অধিকার ১৫৫
ইসলামে নারীর বৈবাহিক অধিকার ১৫৭
ক. পাত্র নির্বাচনে মেয়ের অধিকার ১৫৭
খ. নারীর অধিকার আছে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার ১৫৮
ইসলাম ও নারীশিক্ষা ১৫৯
আয়েশা ﵂ ১৬১
ফাতেমা বিনতে আহমাদ বিন ইয়াহইয়া ﵀ (মৃ. ৮৪০ হি.) ১৬২
ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ বিন আহমাদ সমরকন্দি ﵀ ১৬৩

ইসলামে নারী: অমুসলিম গবেষকদের চোখে

নাস্তিক ঐতিহাসিক গোস্তাভ লেবোন এর দৃষ্টিতে মুসলিম নারী ১৬৪
প্রাচ্যের নারীদের উপর ইসলামের প্রভাব ১৬৫
লুরা ভেসিয়া ভ্যাগলিরি ১৬৯
রোম লেনডাও ১৬৯
ইমিল ডেরমেনঘেম ১৭০
সি এফ. ডে কেস্ট্রিস ১৭১
কেরেন আর্মস্ট্রং ১৭১
এনি বিজেন্ট ১৭২
কে. এস. রামকৃষ্ণ রাও ১৭৩
নারীর আছে নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার ১৭৩

হিজাব ও পর্দা

ধর্ম ও হিজাব ১৭৪
ইহুদিধর্মে হিজাব ১৭৪
ইবরাহিম আলায়হিস সালামের সময়ে হিজাব ১৭৪
ইসরায়েলি অন্যান্য নবির সময়ে হিজাব ১৭৫
খ্রিষ্টধর্মে হিজাব ১৭৬
ইসলাম ও হিজাব ১৭৭
হিজাব ও পর্দা কী? ১৭৭
প্রথমত, বাসা-বাড়ি ১৮০
দ্বিতীয়ত, বস্ত্রাবরণ ১৮১
তৃতীয়ত, চোখের হেফাজত ১৮২
চতুর্থত, নারীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখা ১৮৩

হিজাব ও পর্দা কেনো?

হিজাবের প্রথম কারণ ১৮৪
হিজাবের দ্বিতীয় কারণ ১৮৬
হিজাবের তৃতীয় কারণ ১৯০

পর্দা: অমুসলিম নারীর চোখে

জার্মান ঐতিহাসিক জিগরিদ হুংকএর মন্তব্য ১৯৪
এল. ভিসিয়া ভ্যাগলিরি ১৯৫
হিজাব নারী স্বাধীনতা পরিপন্থী নয়! ১৯৬
মুখমণ্ডল ও হিজাব ১৯৭
ইবনু আব্বাস ﵁ এর উক্তি ১৯৮
আবিদা আস-সালমানি ﵀ এর উক্তি ১৯৮
আয়েশা ﵂ এর আমল ১৯৯
অন্যান্য নারী সাহাবির আমল ১৯৯
ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ এর ফতোয়া ২০০
পরিচিত লোকজন থেকে পর্দা : একটি সংশয় ও তার অপনোদন ২০৩

নারী ও ধর্মের পোশাকে মনুষ্য-মতবাদ

ইহুদিধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম মূলত ঐশ্বরিক ধর্ম। প্রবল ধারণা হল, হিন্দুধর্মও ঐশ্বরিক; কিন্তু গোড়াতে এসব ধর্ম ঐশ্বরিক হলেও ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে ও আকিদা-বিশ্বাসে চরম বিকৃতি সাধিত হয়েছে। তাই এসব ধর্মের বর্তমান গ্রন্থ ও আকিদা-বিশ্বাস সর্বাংশে ঐশ্বরিক বিধানের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন সময়ের সেসব ধর্মাবলম্বীর চিন্তাচেতনা। তাই আমরা লক্ষ্য করব, নারীর ব্যাপারে 'ঐশ্বরিক মূল্যায়ন' কী? আর বিভিন্ন সময়ের 'ধর্মীয় লোকদের' দৃষ্টিভঙ্গি কী? তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, ধর্মের নামে, কখনোবা সংবিধানের দোহাই দিয়ে যুগে যুগে নারীর মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। আরো দেখতে পাব, সঠিক ও অবিকৃত ধর্ম ইসলাম নারীকে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে।

নারীর দুশমন : ইহুদিবাদ

নারী বেচাকেনা বৈধ

যাত্রাপুস্তকে ২১/—এ আছে,

> যদি কেউ তার মেয়েকে বাঁদি হিসেবে বিক্রি করে; তবে গোলামের মতো করে সেই বাঁদিকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। ...

রুতে ৪/৯-১০—এ আছে,

> পরে বোয়স প্রাচীনবর্গকে ও সকল লোককে কহিলেন, অদ্য আপনারা সাক্ষী হইলেন, ইলীমেলকের যাহা যাহা ছিল, এবং কিলিয়োনের ও মহলনের যাহা যাহা ছিল, সে সমস্ত আমি নয়মীর হস্ত হইতে ক্রয় করিলাম। আর আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আপন বসতিস্থাপনের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন লুপ্ত না হয়, এই জন্য সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার নাম উদ্ধারার্থে আমি আপন স্ত্রীরূপে মহলনের স্ত্রী মুয়াবীয়া রুতকেও ক্রয় করিলাম[১]; অদ্য আপনারা সাক্ষী হইলেন।'

---

[১] বিবিএস থেকে প্রকাশিত *কিতাবুল মোকাদ্দাসে* এখানে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। 'বিক্রয়' শব্দটি একদম গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। খ্রিষ্টানদের কাছে সমাদৃত আরবি, ইংলিশ, বাংলা ও উর্দু একাধিক বাইবেলে বিক্রয় শব্দটির উল্লেখ আছে। উপরিউক্ত বাংলা অনুবাদটি 'ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটি' কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বাইবেল থেকে নেওয়া, যা ছেপেছে সম্ভবত ১৯০৯ খৃ.।

কন্যাসন্তান জন্ম দিলে মা পুত্র সন্তানাপেক্ষা দ্বিগুণ অপবিত্র থাকে

লেবীয় ১২/ ১-৫ —এ আছে,

> 'যদি কোনো স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয় এবং তার ছেলে হয় তবে সে মাসিকের সময়ের মতোই নাপাক থাকবে। তার এই নাপাক অবস্থা সাত দিন চলবে। ৪ তারপর সেই স্ত্রীলোককে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-সাফ হবার জন্য তেত্রিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। ... ৫ কিন্তু যদি তার মেয়ে হয় তবে তার মাসিকের মতোই সে নাপাক হবে, কিন্তু তার এই নাপাক অবস্থা চলবে দু'সপ্তাহ। তারপর তাকে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-সাফ হওয়ার জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করতে হবে'।

মেয়ে-ছেলে থাকলে—মিরাসের সম্পত্তি পাবে না

গণনাপুস্তকে ২৭/১-১১—এ আছে,

> 'সলফাদের মেয়েরা ছিল ইউসুফের ছেলে মনশার বংশের। ২ এই মেয়েরা মিলন-তাম্বুতে এসে ঢুকবার পথে গিয়ে মুসা আর ইমাম ইলিয়াসর এবং সমস্ত নেতা ও বনি ইসরাইলদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ৩ আমাদের পিতা মরুভূমিতে মারা গেছেন। ... তার কোনো ছেলে নেই। কিন্তু তাই বলে কেন আমাদের পিতার নাম তার বংশ থেকে মুছে যাবে? পিতার বংশের লোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পত্তির অধিকার দিন। ৫ তখন মুসা তাদের এই ব্যাপারটা মাবুদের সামনে তুলে ধরলেন। ৬ এর জবাবে মাবুদ তাকে বললেন ৭ সলফাদের মেয়েরা ঠিক কথাই বলেছে। তাদের পিতার বংশের লোকদের সঙ্গে তাদেরও নিশ্চয়ই সম্পত্তির অধিকার তোমাকে দিতে হবে।...৮ তুমি বনি ইসরাইলদের বল যদি কেউ ছেলে না রেখে মারা যায় তবে তার সম্পত্তির অধিকারি তার মেয়ে পাবে। যদি তার

> মেয়ে না থাকে তবে তার ভাইয়েরা তার সম্পত্তির অধিকারী হবে। ১০ যদি তার ভাই না থাকে তবে সম্পত্তির অধিকারি তার বাবার ভাইয়েরা পাবে। ১১ যদি পিতার কোনো ভাই না থাকে তবে তার বংশের সবচেয়ে নিকট জনকে সেই সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে। সেই সম্পত্তি সে-ই পাবে। মুসাকে দেওয়া মাবুদের হুকুম অনুসারে এটা হবে বনি ইসরাইলদের আইনের একটা ধারা'।

উল্লিখিত বক্তব্যে আমরা দেখতে পেলাম, ছেলে থাকলে মেয়ে মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি পাবে না। মেয়ে তখনই সম্পত্তি পাবে যখন তার কোনো ছেলে থাকবে না।

মৃত্যুর চেয়েও তেতো হল স্ত্রীলোক

হেদায়াতকারী পুস্তকে ৭/২৬—এ আছে,

> 'আমি দেখলাম, মৃত্যুর চেয়েও তেতো হল সেই স্ত্রীলোক, যার দিল একটা ফাঁদ ও জাল আর হাত দু'টা শিকল।'

একজন স্ত্রীলোকও খাঁটি নেই

হেদায়াতকারী পুস্তকে ৭/২৮—এ আছে,

> 'আমি যখন জ্ঞানের খোঁজ করছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না তখন একজন খাঁটি পুরুষলোককে পেলাম, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোককেও খাঁটি দেখতে পাই না।'

প্রসববেদনা নারীর অভিশাপ

আদম এবং হাওয়া—আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলায়হিমাস সালাম—কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ—তাদের জান্নাতে থাকতে দিলেন। সব কিছু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, শুধু একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা নিষিদ্ধ গাছের স্বাদ আস্বাদন করেন। একথা কুরআন মাজিদে আছে, আছে বাইবেলেও। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এমন

কথা কোথাও বলা হয়নি যে, হাওয়া আগে ফল খেয়েছেন পরে তিনিই আদমকে ফল খেতে দিয়েছেন। কিন্তু বাইবেলে এমনটাই বলা হয়েছে। বরং বাইবেলে শুধু হাওয়াকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন,

১ম তীমথিয়ে ২/১৩—এ আছে,

> '... আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন ...।'

পয়দায়েশে ৩/১৬—এ আছে,

> 'তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।'

আমেরিকা-পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখিকা মারইয়াম জামিলা। ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ২০১২ সালে। ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামপূর্ব নাম ছিল মারগ্রেট মারকাস (Margret marcus)। তার একটি ইংলিশ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ হল *রিহলাতী মিনাল কুফরি ইলাল ইমান*। গ্রন্থটির ৮৮ নং পৃষ্ঠায় আছে,

> 'নারীর প্রতি ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, নারী পুরুষের তুলনায় অধম এবং সে পুরুষের অধীন। তাই ইহুদিলোক প্রতি দিন সকালে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে যে, তিনি তাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেননি।'

নারীর দুশমন: খ্রিষ্টবাদ

খ্রিষ্টানরা বাইবেল ও বাইবেলের মতাদর্শে বিশ্বাসী—ইহুদিদের মতোই। তাই উল্লিখিত অবাঞ্ছিত ও অযাচিত বক্তব্য খ্রিষ্টানধর্মে নারীর অবমূল্যায়নের জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে ধর্তব্য হবে।

পুরুষকে কোনোরূপ উপদেশ দেওয়ার অধিকার নারীর নেই

১ম তীমথিয়ে ২/১২-১৪—এ আছে,

> 'আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। ১৩ কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন।'

পক্ষান্তরে, ইসলামধর্মে নারী পুরুষকে সতোপদেশ প্রদান করতে পারে। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এটা তার কর্তব্য হয়ে পড়ে।

স্বামীর অধীনতার চিহ্ন হিসাবে স্ত্রীকে মাথা ঢেকে রাখতে হবে

১ম করিন্থীয়ে ১১/৩১১—এ আছে,

> 'আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, মসিহই প্রত্যেক পুরুষের মাথার মতো, স্বামী তার স্ত্রীর মাথার মতো, আর আল্লাহ মসিহের মাথার মতো। মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ আল্লাহ পুরুষকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছিলেন আর পুরুষের মধ্য দিয়ে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ পায়; কিন্তু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে পুরুষের গৌরব প্রকাশ পায়। পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসেনি কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য এবং

> ফেরেশতাদের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসাবে মাথা ঢাকা স্ত্রী লোকের উচিত।'

উল্লিখিত ভারসসমূহে যেসব অযৌক্তিক ও ঐশ্বরিক ন্যায় বিচার বিরোধী বক্তব্য আছে, তা হল:

- পুরুষের মাধ্যমে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ পায় কিন্তু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে পুরুষের গৌরব প্রকাশ পায়!
- স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে!

খ্রিস্টীয় গির্জা ও নারী

গির্জার পোপ বিশপরা নারীদের প্রতি যেসব বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেছে এবং নারীদের ব্যাপারে যেসব মনোভাব গ্রহণ করেছে, তা খুবই ন্যাক্কারজনক।

The Gospel According to Woman: Christianity's Creation of the Sex War in the West একটি সাড়াজাগানো গ্রন্থ। লিখেছেন প্রসিদ্ধ ধর্মবিশ্লেষক লেডি ক্যারেন আর্মস্ট্রং (Karen Armstrong)। গির্জার লোকেরা নারীদের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করত, তা এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় লেখিকা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটিতে আছে,

খ্রিষ্টীয় ১২শ শতকের লোক উডু কিলনি বলত,

> নারীকে আলিঙ্গান করার অর্থ ময়লা আবর্জনার থলি আলিঙ্গান করা।

১২শ শতকের ফরাসি বিশপ বলত,

> প্রতিটি নারীই বেশ্যা পতিতা। তারা ঈভের (হাওয়ার) মতো পৃথিবীর সকল অনিষ্টের হেতু।

সন্ন্যাসী বারনার ডি মুরিকস বলত,

> পৃথিবীর বুকে কোনো পুণ্যবান নারীর অস্তিত্ব নেই।[২]

---

[২] *তাআদ্দুদু নিসায়িল আম্বিয়া ওয়া মাকানাতুল মারআতি ফিল ইয়াহুদিয়্যাতি ওয়াল মাসিহিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম*, পৃ. ২৩০।

নারীর দুশমন : হিন্দুমতবাদ

নারীরা ধনসম্পদের মালিক হতে পারে না—নিজেরা উপার্জন করলেও।

মনু সংহিতা[৩]—৪/ ৪১৬:

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম।

অনুবাদ : স্মৃতিকারগণের মতে ভার্যা, পুত্র ও দাস-এরা তিনজনই অধম; এরা তিনজনেই যত অর্থ উপার্জন করবে, তাতে এদের কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে।

অনুবাদক ও ভাষ্যকার মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'উপরিউক্ত ভার্যা প্রভৃতি তিনজন ধনার্জন করলেও তারা অধন; অর্থাৎ, ধনশূন্য। কারণ সেই ধনটি তাদের প্রভুর।

নারীর স্বভাব

মনু সংহিতা—৯/ ১৭:

সয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধনামর্জবম।
দ্রেহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুর কল্পয়ৎ।

---

[৩] শ্রী বলরাম প্রকাশনী ১০১ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬।

অনুবাদ : বেশি নিদ্রা যাওয়া, কেবল বসে থাকার ইচ্ছা, শরীরকে অলংকৃত করা, কাম অর্থাৎ, পুরুষকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, নীচ হৃদয়তা, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুচর্যা অর্থাৎ, নীচ পুরুষকে ভজনা করা-স্ত্রীলোকদের এই সব স্বভাব মনু এদের সৃষ্টিকালেই করে গিয়েছেন।

নারীর কামভাব

মনু সংহিতা—৯/ ১৪:

থৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সং স্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যের ভুঞ্জতে।

অনুবাদ : বস্তুতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে সৌন্দর্যে আসক্ত হয় তা নয়, কিংবা পুরুষের বিশেষ বয়সের উপর নির্ভর করে তাও নয়, যার প্রতি আকৃষ্ট হয় সে লোকটি সুরূপই হোক বা কুরূপই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিটি পুরুষ এ জন্যই তার প্রতি আসক্ত হয় (এবং তার সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হয়)।

বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ

মনু সংহিতা—৯/ ৬৫:

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কুচিৎ।
ই বিবাহবিধাবুকং বিধবাবেদনং পুনঃ।

অনুবাদ : বিবাহ সম্পর্কিত যেসব মন্ত্র আছে, তার কোথাও নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই (অর্থাৎ, বিবাহ সম্পর্কিত যতসব মন্ত্র আছে সেগুলির প্রত্যেকটিতেই বিবাহকারীর নিজেরই উৎপাদিত সন্তানের কথা বলা হয়েছে।) আর

বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রতে বিধবা-আবেদনের অর্থাৎ, বিধবা বিবাহের বা বিধবা গমনের কথা নেই।

বিধবাবিবাহ পশুধর্ম

মনু সংহিতা—৯/ ৬৭:

অযং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশু ধর্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশা সতি।

অনুবাদ : বিদ্বান দ্বিজগণ এক নারীতে অন্যের যে নিয়োগ, তাকে পশুধর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। রাজা বেণ রাজ্য শাসন করার সময় এই নিন্দিত পশুধর্মটি মনুষ্যজাতির মধ্যেও প্রচলিত হয়, এটি নিষিদ্ধ এ কথা বিদ্বান ব্যক্তিরা বলে গিয়েছিনে।

বিধবা নারী পরপুরুষের নাম উচ্চারণও করবে না

মনু সংহিত—৫/ ১৫৭:

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প ফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্য তু।

অনুবাদ : পতি মৃত হলে স্ত্রী বরং পবিত্র ফুল-ফল মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম উচ্চারণও করবে না।

পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব

মনু সংহিতা—২/ ২১৩:

স্বভাব এষ্ নারীগণং নরণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্রিতঃ।

অনুবাদ : ইহলোকে (শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা মোহিত করে) পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনোই অনুধাবন করেন না। (মনোনিবেশ করেন না-রিফায়ী)।

নারী আমৃত্যু পরাধীন

মনু সংহিতা—৯/৩:

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম।

অনুবাদ : স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনকালে পানিগ্রহীতার অর্থাৎ, স্বামীর অধীনে থাকবে এবং মৃত্যু হলে পুত্রদের অধীনে থাকবে। (পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড না থাকলে পিতার সপিণ্ড এবং পিতার সপিণ্ড না থাকলে রাজার বংশে থাকবে।) কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।

নারী কোনো সময়েই স্বাধীন নয়

মনু সংহিতা ৯/২:

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জমত্মঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।

অনুবাদ : স্ত্রীলোকদের আত্মীয় পুরুষগণের উচিত হবে না দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনো সময়ে স্ত্রীলোককে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে দেওয়া। স্ত্রীলোকের গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হতে থাকলে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করে নিজের বশে রাখতে হবে।

স্ত্রীলোকের হৃদয় আর নেকড়েবাঘ বা শৃগালের হৃদয় একই

ঋগ্বেদসংহিতা, মণ্ডল—১০, সূক্ত—৯৫, শ্লোক—১৫:

পুরূরবো মা মৃথা মা পপ্তো মাত্বা বৃকাসো অশিবাস উক্ষণ।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।

অনুবাদ : হে পুরূরবা, এরূপে মৃত্যু কামনা করো না; উচ্ছন্ন যেও না, দুর্দান্ত বকরা যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকদের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দু-ই একপ্রকার।

ধর্ম কি নারীর শত্রু ?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মিথ্যা ধর্ম নারীর শত্রু। কিন্তু সত্য ধর্ম নারীর মিত্র।

একটু বিস্তারিত বলতে গেলে বলতে হয়, পৃথিবীতে সত্য ধর্ম একটিই—ইসলাম। যখন মানুষ কোনো নবির সঠিক শিক্ষা বিস্মৃত হতো কিংবা বিকৃত করে ফেলত, তখন আল্লাহ সঠিক শিক্ষা নিয়ে পাঠাতেন আরেক নবি; এভাবে এসেছেন শত শত নবি ও রাসুল। ইসা—এর সঠিক শিক্ষা মানুষ ভুলে গেলে ও বিকৃত করে ফেললে আল্লাহ পাঠান নবি মুহাম্মাদকে। মুহাম্মাদ—আল্লাহর রাসুল—বিষয়টি অকাট্য ও নিঃসংশয় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সুসাব্যস্ত। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম একটিই—ইসলাম। অন্যান্য ধর্ম মানুষের মারাত্মক বিকৃতি ও সংযোজন-বিয়োজনের শিকার—এর কোনোটাই সঠিক ধর্ম নয়। যারা সত্যের সাধক তাদের কাছে বিষয়টি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

অন্যসব ধর্মগ্রন্থ যেহেতু—কোনো সন্দেহ নেই—ধর্মগুরুদের বা ধর্মানুসারীদের দ্বারা তৈরি, তাই তাতে নারীদের ব্যাপারে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক কথাবার্তা দেখা যায়, যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কারণ, এটি ধ্রুব সত্য যে, নারীদের বিষয়ে মানুষের চিন্তাচেতনা নারীকে সবসময় ভুল পথে পরিচালিত করে। যেমনটা অতীতে ঘটেছে এবং বর্তমানে ঘটছে—তা পেশ করা হোক ধর্মের পোশাকে কিংবা সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতির পোশাকে।

সুতরাং সত্য ধর্ম নারী বিদ্বেষী নয় বরং মনুষ্য মতবাদই নারী বিধ্বংসী—যা অনেক সময় প্রচার করা হয়ে থাকে ধর্মের নামে। কিন্তু সত্যবঞ্চিত কিছু লোক ঢালাওভাবে বলে

> বেড়ায়—ধর্ম নারীর শত্রু। আরে, যেসবকে তুমি ধর্ম বলছো, ওসব তো ধর্মই নয়। আর যা ধর্ম তাতে তো ওসব কথা নেই। কত মানুষ আছে, যাদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার পাগলা কুকুরের চেয়েও খারাপ, তার দরুন কি পুরো মানবজাতিই কলঙ্কিত হবে! বুশ, নেতানিয়াহু, সুচি—এরা রক্তচোষা প্রাণীর চেয়েও রক্তপিপাসু ও রক্তপায়ী; এর দরুন কি তুমি পুরো মানবজাতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে! বিকৃত ধর্মসমূহে নারী বিধ্বংসী উক্তি থাকার দরুন কেনো তুমি সত্য ধর্ম ইসলামকেও সেসবের কাতারে শামিল করবে! এতটুকু বুদ্ধি আর ন্যায়চিন্তাও যদি তোমার মধ্যে না থাকে তা হলে পৃথিবীর অভিশাপ হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ তোমার?

আমরা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, ইসলামে নারীবিদ্বেষী ও নারীবিধ্বংসী একটা কথাও তুমি পাবে না। ইসলামের যেসব উক্তিকে তুমি নারীবিদ্বেষী মনে করছ, ওসবই নারীর শান্তি-সফলতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী। তোমার চোখে যদি ছানি পড়ার দরুন তুমি আলোকে অন্ধকার দেখ, তা হলে তার মাশুল কি এটাই যে, তুমি অন্যদেরকেও আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে! আলোর পথে আসার জন্য আমি তোমাকে বিনীত অনুরোধ করব, কিন্তু বাধ্য করব না। কিন্তু প্লিজ যারা আলোর পথে আছে, তাদের অন্ধকারে যেতে প্রলুব্ধ করো না।

ইউরোপ আমেরিকার নারীদের চেয়ে পৃথিবীর আর কোনো দেশের নারীরা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করেছে? তাদের চেয়ে আর কোনো দেশের নারীরা অধিক বাহ্যিক উন্নতি ও প্রগতির চূড়ায় আরোহণ করেছে? কিন্তু নিজে নিজে গবেষণা করে যখন তারা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে তখন কেনো তারা স্বেচ্ছায় বরং পরিবার ও সমাজের শত বাধা উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হিজাব অবলম্বন করে! এমন হাজার হাজার নারী ইসলাম গ্রহণ করে হিজাব অবলম্বন করার সত্য কাহিনি আমি পড়েছি। না পড়ার বাইরে রয়ে গেছে লাখো নারীর হৃদয়স্পর্শী কাহিনি! তুমি আনওয়ার মায়মান-

সংকলিত *হাম কিয়ুঁ কুফ্র সে ইসলাম মে দাখেল হুয়েঁ* বইটি পড়ে দেখ; যেসব নারীর সামনে তোমরা ইসলামকে তুলে ধরো কাঁটাবৃক্ষরূপে, তারাই ইসলাম গ্রহণ করছে ইসলামের সুবাসে মুগ্ধ হয়ে। আরও পড়তে পার *ইয়েস, আই কনভার্টেড টু ইসলাম এন্ড হেয়ার ইজ ওয়াই*। লেডি মারগ্রেট মার্কাস-এর *ওয়াই আই ইস্লেস ইসলাম*।

বিশ্ববরেণ্য ইসলামিক স্কলার, সর্বজনমান্য ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ তার *দুনিয়া মেরে আগে* সফরনামার ৯৮-১০০ নং পৃষ্ঠায় লেখেন, 'লন্ডনের প্রসিদ্ধ দৈনিক *'টাইমস'* ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের জাগরণ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'ব্রিটিশ নারীরা ইসলাম কবুল করছে কেনো?' এ প্রবন্ধের সঙ্গে লন্ডন টাইমস একটি সম্পাদকীয়ও লিখেছে, যার শিরোনাম ছিল 'ইসলামকে নির্বাচন'। সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি পত্রিকার ভাষায় তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। লন্ডন টাইমস লিখছে—

> As the investigation in the Times on women and Islam has shown, the intellectual clarity and moral certainty of this 1400 years-old faith are proving attractive to many Western women disillusioned with the moral relationism of their own culture. Though some are converting to Islam after marrying Pakistani or Bangladeshi men. Others are making the leap of faith as an independent act of spiritual self-improvement.
>
> In spite of the outrageous indignities which many women suffer in Muslim countries, the principles outlined in the Quran are generally sympathetic to their interests, promising them "rights over men similar to those of men over women."
>
> …The separate spheres marked out for the two sexes by Islam certainly bear little relationship to the notions of gender which have been

কুরআনে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ সাধারণত নারী-স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুরআন ওয়াদা করে যে, পুরুষদের উপর নারীদেরও তেমন অধিকার রয়েছে, যেমন অধিকার রয়েছে নারীদের উপর পুরুষদের।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণির জন্য যে ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে, তা নিশ্চয় ঐ সমস্ত নেতিবাচক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না, যেগুলো নারী-আন্দোলন প্রচার করছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, পাশ্চাত্যের বহু নারী—যারা অপ্রত্যাশিতভাবে এ পথ গ্রহণ করেছে—নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে এমনটি করেছে। পারিবারিক কোনো চাপ কিংবা ঐতিহাসিক কোনো কর্তব্য পালনের জন্য নয়। তারা মূলত ইতিবাচকভাবে সেই ভ্রাতৃত্ব ও সমাজচেতনায় প্রভাবিত হয়েছে, যা তারা ইসলামের মধ্যে পেয়েছে। আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের এ অন্তর্বর্তী কর্ম প্রকাশ করে যে, মানুষের বর্ধিষ্ণু সংখ্যা নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যবোধ ব্যবস্থাকে হেয় ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছে। এ পরিস্থিতির কারণে পাশ্চাত্যের নৈতিক ঐতিহ্যের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। আরো প্রশ্ন উঠছে যে, এ অবস্থাকে কীভাবে সুদৃঢ় করা যায়? তবু (ইসলাম গ্রহণের) এ অবস্থা (যা এখনও পর্যন্ত ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে) বাহ্যত ইতিবাচক প্রমাণিত হবে। ব্রিটিশ সমাজে নওমুসলিমদের অবস্থানের কারণে—যাদের অনেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত—এ লাভই হতে পারে যে, উভয় সভ্যতার মাঝে পারস্পরিক সমঝোতার কাজে লাগানোর মধ্যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এ দিকটির উপর প্রিন্স অব ওয়েলস জোর দিয়েছেন। যে সমস্ত লোক বিভেদরেখার সীমানা অতিক্রম করে গেছে কেবল তারাই এ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে পারবে যে, অপরদিকের স্বরূপ কী?'

নারী ও প্রাচীন সভ্যতা

এতক্ষণে আমরা জানতে পারলাম, পূর্বের বিকৃত ধর্মের লোকেরা নারীর প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করত এবং করছে। এখন আমরা দেখব, পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ সমাজ ও সভ্যতায়—যা প্রধানত কোনো ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি—নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং দেখা হচ্ছে।

চিনা সভ্যতায় নারী

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, *সভ্যতার কাহিনি* গ্রন্থের লেখক ডব্লিউ ডিউরেন্ট বলেন,

> বাবারা ছেলের জন্য ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করত। ছেলে জন্ম না নিলে মায়েদের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হতো। কারণ ছেলেরা খেতখামারে কাজ করার ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং ছেলেরা যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি মনোবলের অধিকারী। বাবাদের কাছে মেয়েরা ছিল বোঝা; তাদেরকে লালন-পালন করে অবশেষে স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়। এমনকি কন্যাসন্তান হত্যারীতিও প্রচলিত ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় মেয়েসন্তান বেশি হয়ে গেলে আর পরিবার তাদের দেখাশোনা করতে হিমশিম খেলে তারা তাদের মাঠে-বিলে ফেলে রাখত, যাতে হিংস্র প্রাণীরা তাদের পরকালে পাঠিয়ে দেয়। এতে পরিবারের লোকদের মন এতটুকুও কাঁদত না।[৪]

---

[৪] *কিচ্ছাতুল হাজারাহ*, খ: ৪, পৃ: ২৬৬।

তিনি আরো বলেন,

> স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করুক বা না করুক, তাকে স্বামীর কাছে সারা জীবন এভাবেই থাকতে হতো।[৫]

রোমান সভ্যতায় নারী

ডিউরেন্ট বলেন,

> কন্যাসন্তান জন্ম হোক, এটা তারা পছন্দ করত না। প্রথা ছিল, মেয়ে বা কুৎসিত ছেলে জন্ম নিলে তাকে মৃত্যুমুখে ফেলে দেওয়া পিতার জন্য বৈধ ছিল। পক্ষান্তরে তারা চাইত তাদের যেন পুত্রসন্তান হয়।[৬]

গোস্তাভ লেবোন বলেন,

> রোমান সভ্যতায়ও নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয় ও আক্ষেপজনক। রোমে স্ত্রীর উপর স্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। স্বামীর হাতেই ছিল তার জীবন-মরণ। স্বামী ছাড়া তার কোনো বিচারক ছিল না। তদুপরি নারীকে দাসীর মতো মনে করা হতো, সমাজে তার কোনো মূল্য ছিল না।

গ্রিক সভ্যতায় নারী

গ্রিক সভ্যতায় নারীর মানমর্যাদা কেমন ছিল, তা গ্রিকবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন 'নারীরা পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়'।[৭]

গোস্তাভ লেবোন বলেন,

> গ্রিকরা নারীকে সাধারণত নিম্ন ও নিকৃষ্ট শ্রেণির সৃষ্টি বিবেচনা করত। তারা মনে করত নারীর কাজই হল,

---

[৫] *কিচ্ছাতুল হাজারাহ*, খ: ৪, পৃ: ২৭৩৫ ।

[৬] *কিচ্ছাতুল হাজারাহ*, খ: ১, পৃ: ১১৯ ।

[৭] *Women in History* p.71-72

> বংশধারা অব্যাহত রাখা আর গৃহপরিচর্যা করা। তাই নারী যখন কুৎসিত ও বিদ্ঘুটে কোনো সন্তান জন্ম দিত, তারা তাকে হত্যা করে ফেলত। মেসয়ো টেরুইলুংগের ভাষ্য অনুযায়ী—যে নারী শক্তিশালী, সৈনিক হওয়ার উপযোগী সন্তান জন্ম দিতে না পারত, তাকে হত্যা করা হতো।'

তিনি আরো বলেন,

> অধিক সন্তানপ্রসবা নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হতো, যাতে অন্য পুরুষের মাধ্যমে সে দেশের জন্য আরো সন্তান জন্ম দিতে পারে। তদুপরি মিরাসের অধিকার তো দূরের কথা, নারীর অন্য কোনো প্রাপ্য-অধিকার আছে বলে তারা স্বীকার করত না। সর্বত্র যখন গ্রিক সভ্যতার জয়জয়কার ছিল, তখনো গ্রিক নারীরা সৌভাগ্যের হাতছানি পায়নি।[৮]

অন্যান্য সভ্যতায় নারী

গোস্তাভ লেবোন বলেন,

> নারীর ব্যাপারে অন্যান্য জাতির প্রবাদ এর চেয়ে ভালো ছিল না। যেমন,
>
> চিনাপ্রবাদে আছে 'স্ত্রীর কথা শোনো; কিন্তু তাকে বিশ্বাস করো না।'
>
> রুশপ্রবাদে আছে 'দশজন নারীর মধ্যে তুমি একটার বেশি আত্মা দেখতে পাবে না।'
>
> ইতালীয়প্রবাদে আছে 'ঘোড়ার জন্য অঙ্কুশ লাগেই, বাধ্য হোক বা অবাধ্য, নারীর জন্য লাঠি লাগবেই, সৎ হোক বা বদ।'
>
> স্পেনীয়প্রবাদে আছে 'চরিত্রহীন নারী থেকে সতর্ক থাকো আর সতী নারীকে বিশ্বাস করো না।'

---

৮. *হাজারাতুল আরব*।

নারী ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

মুসলিম নারীর ব্যাপারে পাশ্চাত্যের যেসব লোকের স্পষ্ট ধারণা নেই, তারা মনে করে, মুসলিম নারী সব সময় হিজাব ও পর্দার যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। আবার অধিকাংশ মুসলমান পশ্চিমা নারীর জীবনযাপনের হালচাল সম্পর্কে কিছু জানে না। ফিল্ম ও চলচ্চিত্র এবং গণমাধ্যমসমূহ পশ্চিমা নারীর যে সুন্দর চিত্র তুলে ধরে, তারা শুধু তা-ই দেখে এবং জানে। এ দেখে তাদের মনে হয়, ইস! পশ্চিমা নারীরা কতো সুখী! কী সুখময় তাদের জীবন! পাশ্চাত্যের নারী তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরে বেড়ায় নদীর তীরে, ডিঙি নৌকায়, বাগানে ও সবুজ শ্যামল প্রান্তরে!

এখানে আমরা এ বিষয়ের বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। তা শুধু আবেগ ও কল্পকাহিনির উপর ভিত্তি করে নয়। বরং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্তসূত্রের আলোকে।

পয়েন্ট নং—০১:

পাশ্চাত্য সভ্যতা: নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও যৌন-হয়রানি

America: to pray or not to pray নামে একটি বই ছেপেছে। লিখেছেন ডেভিড বেরটন (deved berton)। তাতে আমেরিকান নারীদের ধর্ষণ, অপহরণ সম্পর্কে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান কী বলছে?

> আমেরিকার ৮০% নারী তাদের জীবনে কমপক্ষে একবার অপহরণের শিকার হয়ে থাকে...!! প্রতিদিন কমপক্ষে ১৯০০ (উনিশ হাজার) যুবতী মেয়ে অপহৃত হয়ে থাকে!

ফলে আমেরিকায় প্রায় ৩০% মেয়ে ১৪ বছর বয়সেই গর্ভবতী হয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি সেকেন্ডে (১.৩) নারী অপহরণের শিকার হয়ে থাকে। ৬১% অপহৃতই হল ইয়াং নারী, যাদের বয়স ১৮ এর নিচে। ২৯% হল শিশু, যাদের বয়স ১১ এর কম। ইউরোপে ৪০% থেকে ৫০% নারী কর্মস্থলে যৌন-হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। আমেরিকায় ৩১% নারী কর্মস্থলে যৌন-হয়রানির শিকার হওয়ার সংবাদ দিয়ে থাকে। ২০০২ সালে একটি জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ৮ম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণির ৮৩% ছাত্রী যৌন পীড়নের শিকার হয়ে থাকে।

আপনি কি জানেন, পাশ্চাত্যে নারীর পতন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? পরিবারের লোকদের একেবারে ঘনিষ্ঠজন দ্বারাই নারী অপহৃত হচ্ছে! মেরলিন ফেন ডিরবার বলেন, ১৪ বছর থাকতেই আমার আব্বা আমাকে অপহরণ করেছে। আমার বয়স যখন ১৮ হয় তখন তার থেকে মুক্তি পাই। পরে তার বড় বোন যখন তার এ ঘটনা শুনল তখন সে বলে উঠল, তোমারও একই অবস্থা!!... তখন মেরলিন অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। কয়েক বছর সে চিকিৎসাধীন ছিল। ড. বেয়ির সেবোরিন আমেরিকার অবস্থা তুলে ধরে বলেন, দুঃখের বিষয় হল, পরিবারের নারীদের অপহরণের বিষয়টা শুধু বাপ-দাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়! বরং মামা, চাচা, সহোদর ভাই দ্বারাও তারা অপহৃত হয়ে থাকে!

Statistics about sexual violence-National Sexual Violence Resource-গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রে নারী যৌন-হয়রানির ব্যাপারে চমৎকার রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। নিম্নে রিপোর্টটি হুবহু তুলে ধরা হল।

►One in five women and one in 71 men will be raped at some point in their lives.

> ► Nearly one in 10 women has been raped by an intimate partner in her lifetime, including completed forced penetration, attempted forced penentration or alcohol/drug-facilitated completed penetration. Approximately one in 45 men has been made to penetrate an intimate partner during his lifetime.

আমরা দেখলাম, রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিপাঁচ নারীর একজন ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। তদুপরি প্রতিদশজন নারীর ১ জন ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে পরিচিত লোকজন বা অন্তরঙ্গা বন্ধুবান্ধব ও সাথিসঙ্গীর দ্বারা।

The New York Times—এ আছে :

> Nearly 1 in 5 women in U.S. Survey Say They Have Been Sexully Assaulted
>
> অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫জন নারীর ১জন যৌননির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

Rape in America: A Report to the Nation ব্যাপক সাড়াজাগানো, গবেষকদের কাছে সমাদৃত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ অনেক রিপোর্ট ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি রিপোর্ট উল্লেখ করা হল।

- প্রতি আটজন বয়স্ক নারীর মধ্যে একজন, অন্যভাবে বলতে গেলে কমপক্ষে ১২.১ মিলিয়ন আমেরিকান নারী জীবনে একাধিকবার জোরপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে।
- পরিচিত লোকদের দ্বারা ধর্ষণের হার অপরিচিত লোকদের ধর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি। ৭৮% ধর্ষণ সংঘটিত হয় এমন লোকের মাধ্যমে, ধর্ষিতা যাকে চেনে।
- ৬১% জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, ধর্ষিতা ১৮ বছরে পদার্পণ করার আগেই। এর মধ্যে ২৯% হল ১১ বছরের আগে। আর ৩২% হল ১১ থেকে ১৭ এর মধ্যে।